

২৩২

বিদ্যালয়ের নাম: জেডপুস্তকালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নাম: মো: তাসিন আহম্মেদ

শ্রেণী: নবম

স্বাক্ষর: ০৯

উপস্থান: গান্ধী

জেলা: মোহনপুর

## ব্যাক্সিম্মাৰ সমন্বয়ত সংস্কৃতি চৰাৰ গুৰুত্ব

ভূমিকা:

“ব্যাক্সিম্মাৰ বহুত্ব সমন্বয় জিনিষ  
সংস্কৃতি চৰাৰ মথন অঞ্চলৰ অক্ষাৰ”

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে দেশে আজিও এত উত্তৰণ-মেধালু বান্ধে এক বন্ধু-  
পথ পাতি দেওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অৱকাৰেৰে ৰূপকল্প ২০২০ বাস্তৱায়নৰ একটো বড় অৰ্জন  
এটি সম্ভৱ হ'লে মাননীয় বৰ্ধনমন্ত্ৰী জাৰ্মানীৰ দুৰদৰ্শী নেত্ৰে ৩ বাৎসৰিক  
শ্ৰীমতী ও অধ্যক্ষীকাল উন্নয়ন যোজনা গ্ৰহণৰ ফলে তাৰ পাৰা-পাৰি দক্ষ  
অনুমতি তৰীতে মানব সম্বন্ধৰ একটা এলো ব্যাক্সিম্মাৰ ব্যক্তিগত, ব্যাক্সিম্মাৰ  
সমন্বয়ত তদন্ত মন্তব্য মথন সংস্কৃতি চৰাৰ গুৰুত্ব বোধ অধিবোধ চিন্তা হ'লে।  
তাৰে এত্ব সম্ভাৱে আমাৰে সৰ্বলক্ষণে উন্নয়ন আৰু অৰ্জনৰ সন্ধান।

ব্যাক্সিম্মাৰ বহুত্ব বি শোকাসংঃ বিখ্যাত মনিসী গি. এছ. বান্ধিলে মতে —  
প্ৰশিক্ষণ-প্ৰাপ্ত যে ব্যক্তি জিনি মাত্ৰ জীৱন ব্যৱহাৰ এত্যাগা ব্যক্তি তাৰে ব্যাক্সিম্মা  
বলে। মাৰ্গত মানুহ জীৱন অৰ্জনৰ উপায় হিচাপে যে ব্যক্তি এত্ব ব্যক্তি  
তাৰে ব্যাক্সিম্মাৰ বলে। তেনে: ব্যাক্সিম্মা, ব্যাক্সিম্মা, চিকিৎসা-শিক্ষা প্ৰত্যাদি

মানে 'যেটা' কোনো ব্যক্তি 'সে' কোনো একটি স্থান হিম্মাৰে গ্রহণ কৰাৰে। সুতৰাং,  
ব্যাপ্যিমাৰ হ'লো কোনো ব্যক্তিৰ কৰ্মজীৱন জীৱিৰ স্থান বা চাৰিবাৰিষ্কৰণ।

সংস্কৃতি বনাত কি জ্ঞান : বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক থল্ডো, শ্ৰী. বি. টেলন:-  
সমাজৰ অদ্য হিম্মাৰে মানুহ 'সে' সমস্ত জ্ঞান, বিশ্বাস, জিন্মা, 'লিখিত' আৰু  
যথা ও অন্যান্য 'সে' সমস্ত গুণ এক অগম অজ্ঞান 'সে' তাৰ জীৱি সমস্ত  
সংস্কৃতি। অগম, সংস্কৃতি হ'লো মানবমূল 'কোলা' বা উগম মাত্ৰ মাধ্যমে 'সে' তাৰ  
উদ্দেশ্য চৰিত্ৰ' বাৰ।

জীৱন গঠিত সংস্কৃতি চৰিত্ৰ গুণ : জীৱন হ'লো বাঁদাৰ মতে। হোটেলনাৰ বাৰ  
-মা মা জ্ঞান 'লিখিত' তাৰ 'লিখিত'। আমৰা 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত'  
সমূহ হ'লি। 'সে' : নাচ, গান, 'লিখিত', 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত'। 'লিখিত' 'লিখিত'  
চৰিত্ৰ 'লিখিত' 'লিখিত'।

" যদি 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত'  
তহলে 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' "

ঐতিহাস ও অধুনিকতাম সংস্কৃতি : 'ঐতিহাস' সংস্কৃতি- 'লিখিত' 'লিখিত'  
'লিখিত' 'লিখিত'। 'সে' : 'লিখিত', 'লিখিত', 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত'  
'লিখিত' 'লিখিত'। 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত' 'লিখিত'  
'সে' : 'লিখিত' 'লিখিত', 'লিখিত', 'লিখিত' 'লিখিত'।

ব্যাকরণের সাথে সংস্কৃত চর্চার যোগাযোগ: ব্যাকরণ ও সংস্কৃত একই অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। সংস্কৃত থেকে আমরা শ্রুতি, তিহা ও স্মৃতি বিষয়ে জানতে পারি। বর্তমান শিক্ষার্থী সংস্কৃত ছাড়া কখনোই জীবনে সত্যিকার অর্থে পারদর্শী হতে পারে না। তাই সংস্কৃত চর্চার সাথে ব্যাকরণের যোগাযোগ সত্যিকার অর্থার্থক একত্র।

সংস্কৃতি একটি চন্দ্রমান ও অস্বর্ধমান প্রক্রিয়া: সংস্কৃতি হলো চন্দ্রমান এবং অস্বর্ধমান প্রক্রিয়া। এটি সৃষ্টির সূত্র থেকে বর্তমান পর্যন্ত চলে আসছে। ব্যাকরণ দ্বারা পরিবর্তন হলেও কাজ একই। যেমন: নাট, গান, স্রবণাদি নিত্য শ্রুতাদি।

আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে সংস্কৃত চর্চার প্রভাব: আধুনিক বিজ্ঞান হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন পটভূমির বিভিন্নভাবে বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত করে। যেমন: সমন্বিত অধ্যয়ন এবং বিদ্যুৎ নাম অন্যের।

ব্যাকরণের সমন্বিত অর্থ সংস্কৃত চর্চার গুরুত্ব: ব্যাকরণের সমন্বিত অর্থ সংস্কৃত চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। জীবনের সাথে ব্যাকরণ ও সংস্কৃতি একত্রিত। আর তাই ব্যাকরণের সমন্বিত অর্থ হল সংস্কৃত চর্চার গুরুত্ব অত্যাবশ্যিক।

পারিবারিক জীবন থেকে ব্যাধিয়ার গম্ভীর সংস্কৃতি 'চোর' প্রত্যক্ষতাঃ মানুষের  
জীবন শুরু হয় তার পরিবার থেকে এবং শেষ হয় তার পরিবারে। কিন্তু তার  
মধ্যে একে বিভিন্ন সংস্কৃতির আনাগোনা। এই সংস্কৃতিই জীবন সমন্বয়তার দিকে  
এগিয়ে নিয়ে যায়। জীবনে নিজের পাশে দাঁড়িয়ে পারিবারিক সংস্কৃতি অর্থাৎ  
ব্যাধিয়ার সমন্বয় হলে - পারিবারিক সংস্কৃতির ধর্মকে অপরিহার্য।

আমাদের জীবন সংস্কৃতির হেঁস্যাঃ সংস্কৃতি হলো এমন যা সৃষ্টি থেকেই হলে  
আমাদের। আর আমাদের জীবন সংস্কৃতির প্রকাশ অস্বল্পীয়। আমাদের -  
সংস্কৃতি হলো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সবক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য। পর  
মাধ্যমে জীবনে সিলেবে ব্যাধিয়ার গড়ে উঠবে।

বর্তমান সরকার সমন্বয় ব্যাধিয়ার গঠন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেঃ বাংলাদেশ জাতির  
বিশেষত্ব দেশের মর্যাদা একটি। জীবনে সমন্বয়তা ও মন্য "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর" ব্যাধিয়ার  
গঠনে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে কারণ তিনি পদ্মাতেই উঠিয়ে চীন থেকে শ্রমিক  
নিয়ে এসে কাজ করছে। তিনি চীন দেশের লোক খাত দেশের হয়ে কাজ  
করবে। এজন্য বর্তমান সরকার সমন্বয় ব্যাধিয়ার গঠন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

উপসংহারঃ উন্নত বাংলাদেশ নিম্নোক্ত সমস্যা ব্যাধিমাঝে গঠিত সংস্কৃতি চর্চার সুস্বার্থঃ

বর্তমান বাংলাদেশ হলো বিশ্ব মধ্যম আয়ের দেশ। যা এসবিত্ত্ব অসংলক্ষ্য মাধ্যমে উন্নত দেশের জীবনকে পৌঁছাবে। এজন্য প্রয়োজন সমস্যা ব্যাধিমাঝে সমস্যা সংস্কৃতি চর্চা। তাই উন্নত বাংলাদেশ নিম্নোক্ত সমস্যা ব্যাধিমাঝে গঠিত সংস্কৃতি চর্চার সুস্বার্থ অপরিহার্য।

উপসংহারঃ

অসংলক্ষ্য ভেদে মন নিজে

কাটছে অসুখ বেলা

ব্যাধিমাঝে সমস্যা হতে

ভাসবে সংস্কৃতি চর্চার বেলা

সংস্কৃতি আমাদের জীবনকে সুখ থেকে জ্বালা পর্যন্ত নিয়ে যায়। যা আমাদের ব্যাধিমাঝে সমস্যা হতে সহায়তা করে। যা আমাদের উন্নত থেকে উন্নতির জীবনকে মিলে যায়। ব্যাধিমাঝে সংস্কৃতি আমাদের মস্তিষ্ক জেতানাকে প্রেরিত করে। তাই আমাদের ব্যাধিমাঝে সমস্যা হতে সংস্কৃতি চর্চা আবশ্যিক।